দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 15/7/80 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 1 ...

সাক্ষরতায় শিক্ষিত সমাজ

যদি বলি সাক্ষরতা অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের কৃতিত্ব এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য হয়নি বলে অর্থনৈতিক উন্নতিও তেমন জোরদার হয়ে ওঠেনি, তাহলে খুব ভুল হবে না হয়ত। কারণ দেশের উন্নতি এক সার্বজনীন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের সবার অংশ নেবার কথা। সবার একান্ত চেষ্টা আর পরিশ্রমের ফলেই একটা দেশ ও জাতি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যে দেশের জনসাধারণের গরিষ্ঠ অংশই শিক্ষা বঞ্চিত সে দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে কে? মুষ্টিমেয়র চেষ্টায় এ কাজ সম্ভব নয়।

কিন্তু মুষ্টিমেয়রও দায়িত্ব রয়েছে। জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত করে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত অংশকেই। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূর করার কাজে শিক্ষিত ব্যক্তিদের স্বেচ্ছাশ্রমে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ব্যক্তি জাতীয় উন্নয়নে তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে না এবং দেশ জাতি ও তার নিজের শুভাশুভও ঠিক করতে পারে না।

স্বাধীনতা-উত্তর কালের নয় বছরে আমাদের দেশে মাথাপিছু শিক্ষিতের হারে তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি। কেন আসেনি তা খতিয়ে দেখতে হবে। এখানে আরো একটা কথা বলা যায়। শিক্ষিত বলতে এখনো আমরা শুধু অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন বুঝি। অক্ষর চিনলে, কোনরকমে নিজের নাম লিখতে পারলেই আমরা তাকে শিক্ষিত বলি। আমাদের ২০ শতাংশ শিক্ষিতের হার এমন সকলেরই যোগফল। এতটুকু শিক্ষা দেশের ও জাতির উন্নতি ও কল্যাণের ক্ষেত্রে কতখানি অবদান রাখতে পারে সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। তাই শিক্ষার প্রসারের কথা ভাবতে হলে সেই সঙ্গে শিক্ষার সংজ্ঞা সংক্রান্ত ধারণাকেও পুনরায় ঝালাই করে নেবার প্রয়োজন হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

অক্ষর জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রেও আমাদের জনসাধারণ এত পিছিয়ে আছে যে-কাজটি খুব সহজ না হবারই কথা। হেলাফেলায় এ কাজ সম্পন্ন হবার নয়। যারা এ কাজের দায়িত্ব নেবেন তাদের একথা মনে রাখতে হবে। সরকারের নিরক্ষরতা দূর করা সম্পর্কিত অভিযান জনসাধারণের মনে বেশ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে বলেই মনে হয়। তাদের তরফ থেকে এব্যাপারে বাধার সৃষ্টি না হবারই কথা। এখন এ কাজে সাফল্য নির্ভর করছে যাদের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত তাদের নিষ্ঠার ওপর। শিক্ষিতরা এ কাজে এগিয়ে এসে দেশের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করবেন বলেই আশা করা যায়।